কায়স্থ-প্রসঙ্গ।

শ্রীসরোজকুমার সরস্বতী

কায়স্থ-পরিষৎ-গ্রন্থমালা—২য় গ্রন্থ।

কায়স্থ-প্রসঙ্গ।

শ্রীসরোজকুমার সরস্বতী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা।

মূল্য দুই আনা।

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা,
সম্পাদক, কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা।

কায়স্থ-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
গ্রন্থসমূহ।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রণীত—

কায়স্থসমাজের সংস্কার (২য় সং)	...		...	১৲
কায়স্থতত্ত্ব-কৌমুদী	...	...	...	‖৹
নিত্যকর্ম্মমঞ্জরী	...	...	...	‖৹
উপনয়ন-পদ্ধতি	...	...	...	।৵৹
বৈদিকী সন্ধ্যাপদ্ধতি	...	...	...	৵৹
বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য (২য় সং)			...	‖৹
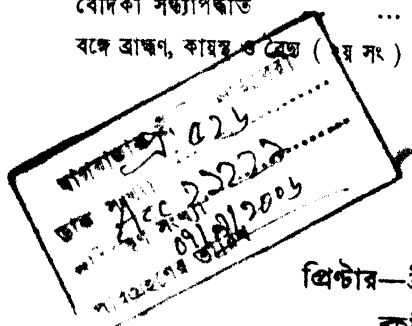
প্রিণ্টার—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।
কটন প্রেস,
৫৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নিবেদন।

বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের সংস্কারসম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুস্তক বাহির হইয়াছে, অনেকের নিকটে সে সকলের মূল্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় "কায়স্থ-পরিষৎ" একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার অভাব বোধ করিতেছিলেন। সেই অভাব পূরণের জন্যই এই নগণ্য লেখকের লেখনীধারণ। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ না থাকাই অসম্ভব। অনুগ্রহপূর্ব্বক সুধীগণ তাহা প্রদর্শন করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইবে। যদি ইহা দ্বারা একজন কায়স্থও প্রবোধ পান তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যাহা বলিতে চাহিয়াছি তাহা বলিতে পারিয়াছি কি না বুদ্ধিমান পাঠকগণ বিচার করিবেন ও আমাকে জানাইবেন। তবে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে আমি সংক্ষেপে বলিতে বাধ্য।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি মহাশয়ই আমার পথপ্রদর্শক। তৎকৃত "কায়স্থসমাজের সংস্কার" ও "কায়স্থতত্ত্ব-কৌমুদী" নামক গ্রন্থদ্বয়ই আমাকে এই গ্রন্থপ্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এ জন্য মামুলী ধরণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখানও আমি অনাবশ্যক বিবেচনা করি; যেহেতু তিনিই ইহার সংগ্রহকারী ও সংশোধনকারী। আমি কেবল তাঁহার কিঞ্চিৎ সাহায্যকারী মাত্র। বিশেষতঃ আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক।

"কায়স্থ-পরিষদের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই সাধু ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইত। তাঁহার মত মহানুভব ও মহাপ্রাণ লোক যদি বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এক জন করিয়াও পাওয়া যাইত তাহা হইলে কায়স্থসমাজের সংস্কার-কার্য্যে এত বিলম্ব হইত না। তাঁহার বদান্যতা সকল জাতিরই আদর্শস্থানীয়।

ইতি—

মুলটি, ২৪ পরগণা;
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

শ্রীসরোজকুমার সরস্বতী।

কায়স্থ-প্রসঙ্গ।

প্রথম অধ্যায়।

। প্রভো, আজ একটী জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত। অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তরদানে আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে আজ্ঞা হয়।

। বৎস! তোমার জিজ্ঞাস্য কি বল, আমি সাধ্যানুসারে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

। বর্ত্তমান উপনয়ন সমস্যাই আমার প্রশ্নের বিষয়। এখন বিভিন্ন জাতি উপনয়নের জন্য ব্যগ্র। আমরা শৈশবাবধি শুনিয়া আসিতেছি এবং স্বচক্ষেও দেখিয়া আসিতেছি যে কায়স্থ জাতি শূদ্র মধ্যেই পরিগণিত। অথচ তাঁহারা এখন ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণে প্রবৃত্ত। ইহাতে উপনীত কায়স্থগণের এবং তৎসমর্থনকারী ও সাহায্যকারী ব্রাহ্মণগণের কি কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই? চিরাচরিত প্রথার অবমাননা কি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর নয়? আমার বিশ্বাস, যথেষ্ট অধ্যয়ন ও প্রগাঢ় চিন্তা ভিন্ন কোন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয়। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অতএব শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে বিষয়টী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলে আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়।

গুরু। বৎস! বিষয়টীকে তুমি যতদূর গুরুতর মনে করিয়াছ, বস্তুত উহা ততদূর গুরুতর নয়। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তির অভাবে অনেক সময়ে নিতান্ত লঘুতর বিষয়ও গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা হউক, এক্ষণে শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যেই আমি তোমার প্রশ্নটীর মীমাংসা করিব। তবে একথাও সত্য যে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আমাদিগকে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তির উল্লেখ করিবার মত অবসর আমাদের নাই এবং তত প্রয়োজনও নাই। কারণ উহা সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সন্তোষদায়ক হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। মনে কর কোন গণিতসম্বন্ধীয় প্রশ্ন নানারূপে মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু গণিতবেত্তা একরূপ মীমাংসাতেই পরিতৃপ্ত হন। সেইরূপ এই উপনয়ন সমস্যাসমাধানের জন্য যদি আমরা একপ্রকার মাত্র প্রবোধজনক যুক্তি দেখাইতে পারি তবে তাহাতেই আমরা পরিতৃপ্ত হইব। যদি তুমি এ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে জানিতে চাও, তবে পশ্চাৎ অনেক বড় বড় পুস্তক তোমাকে পাঠ করিতে হইবে।

প্রমাণের মধ্যে ত্রিবিধ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইহাদের মধ্যে আবার শব্দ প্রমাণই অধিকতর মূল্যবান্। যেহেতু ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চিত করে। সে সময় সত্য নির্ণয়ের জন্য একমাত্র শব্দপ্রমাণই আমাদের অবলম্বন। অচল সূর্য্যের সচলত্ব, সচল ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর অচলত্ব দর্শন, ভ্রান্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ফল। এরূপ অবস্থায় শব্দপ্রমাণ বিজ্ঞানশাস্ত্রই আমাদিগকে অভ্রান্ত শিক্ষা দেয়। অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। অতএব আমরা কেবল মাত্র শব্দপ্রমাণের সাহায্যেই আমাদের প্রশ্নের মীমাংসা করিব এবং যুক্তির সাহায্যে উহাকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু

শব্দপ্রমাণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে শব্দপ্রমাণ কি? মনে কর, তুমি কখনও হিমালয় পর্ব্বত দেখ নাই, কিন্তু ভূগোলশাস্ত্রে পড়িয়াছ যে ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং তুমি সে কথা বিশ্বাসও কর। এখানে ভূগোলশাস্ত্রই শব্দপ্রমাণ। সেইরূপ, আমরা কায়স্থজাতি সম্বন্ধে পুরাণ, ইতিহাস অথবা যে কোন প্রাচীনলিখিত বৃত্তান্ত পাইব তাহাই এস্থলে শব্দপ্রমাণ।

প্রথমতঃ আমরা পৌরাণিক প্রমাণ লইয়াই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কায়স্থজাতির আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব যে ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূত এবং তিনি যে ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি আমরা তদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই সন্তুষ্ট হইব।

ভবিষ্যপুরাণ—

ব্রহ্মোবাচ—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ॥

বিদ্বন্মণ্ডলীর ব্যবস্থাধৃত স্কন্দপুরাণীয় বচন—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ। ইত্যাদি

ভট্টকমলাকরধৃত বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ডবচন—

ব্রহ্মোবাচ—

বৎস তে কিং মনোদুঃখং ময়ি তিষ্ঠতি ধাতরি।
ক্ষত্রিয়া বাহুসম্ভূতাঃ শতং মদ্বাহুজো মহান্॥

ভবান্ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থানসমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থক্ষত্রিয়ঃ খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে॥

অহল্যাকামধেনুধৃত যমসংহিতাবচন—

এতস্মিন্নেব কালে তু ধর্ম্মশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
অপত্যার্থী চ ধাতারমারাধ্য মভজত্তদা॥
পরমেষ্ঠিপ্রসাদেন লব্ধ্বা কন্যামিরাবতীম্।
চিত্রগুপ্তায় তাং দত্বা বিবাহমকরোত্তদা॥

উপরিউক্ত প্রমাণে ধর্ম্মশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ নিজকন্যা ইরাবতীকে বিবাহের জন্য চিত্রগুপ্তের করে সমর্পণ করেন। এই একমাত্র প্রমাণই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রকে সম্প্রদান নিতান্তই অসম্ভব ছিল।

ব্যবস্থাদর্পণধৃত বিজ্ঞানতন্ত্রবচনে কায়স্থের দশবিধ সংস্কারের বিধি বর্ণিত হইয়াছে :—

ব্রহ্মোবাচ—

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি র্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাদিকম্।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা॥

উপরোক্ত শ্লোকে কায়স্থ জাতিকে উপনয়নান্তর ভিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস ও বেদাধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মা আদেশ করিয়াছেন।

ব্যোম সংহিতা—

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্থধর্ম্মসংজ্ঞকঃ।

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে—

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন।

বৎস! আমি সংক্ষেপে যে কয়েকটী প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, "হিন্দু ল" লেখক পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিদ্যাভূষণ তদীয় ব্যবস্থাদর্পণে এবং পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তৎকৃত অভিধানে এই সকল প্রমাণ ও অন্যান্য বহুতর প্রমাণ সমালোচনা করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। উভয়েই সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিরপেক্ষ সমালোচক। কারণ একজন আইনশাস্ত্র প্রণেতা, অপরে কোষগ্রন্থ-প্রণেতা। কায়স্থের বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান লইয়াই উভয়কে গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের মত যারপর নাই মূল্যবান্। আবশ্যক বোধ হইলে উপরিউক্ত উভয়গ্রন্থই তুমি দেখিতে পাইবে, এবং আমি যে সকল প্রমাণের অংশবিশেষ বর্ণনা করিলাম, তাহাতে তাহা সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গুরু। এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী যুগের কেবল বাঙ্গালার কায়স্থের ইতিহাস লইয়াই আলোচনা করিব। পুরাণাদির প্রমাণসমূহের দ্বারা কায়স্থজাতির বীজপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করিব তদ্দ্বারা কান্যকুব্জাগত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইবে। ঘটকপণ্ডিতদের কুলকারিকা গ্রন্থই আমাদের তাৎকালীন জাতীয় ইতিহাস। সুতরাং বাঙ্গলার কায়স্থজাতির বর্ণতত্ত্ব আলোচনার জন্য কুলাচার্য্যদের লিখিত ঐতিহাসিক সাহিত্যই আমাদের অবলম্বন। তৎকালে ঘটক ব্রাহ্মণগণ সমাজে খুব প্রতিপত্তিশালী ও সদাচারী পণ্ডিত ছিলেন। সমাজে তাঁহাদের অপ্রতিহত সম্মান ছিল। যদি আমরা সেই ঘটকগণকৃত সাত আট শত বৎসরের কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাই, তবে তাহা সুধীসমাজে কতই না মূল্যবান বলিয়া

বিবেচিত হইবে। পশ্চাৎ আমরা দেখিতে পাইব যে সেই সকল গ্রন্থে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক বহুতর প্রমাণ আছে। তুমি দেখিতে পাইবে যে কায়স্থগণ 'দাস' বলিলেও ভৃত্য অর্থাৎ শূদ্র ছিলেন না। ইহা কেবল তাঁহাদের অতিরিক্ত বিনয় ও অপরিমিত ব্রাহ্মণভক্তির শোচনীয় পরিণাম ও জনশ্রুতি মাত্র।

তোমরা অবগত আছ যে ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ আদিশূর বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম-বিপ্লবে বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়। আদিশূর পুনরায় বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপন ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ তখন বৌদ্ধধর্ম্মে কলঙ্কিত হয় নাই। তাই মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন ঘটকচূড়ামণিদের কারিকাগ্রন্থে তাহা এইরূপ আছে—

আদিশূরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশঃ॥

উপরিলিখিত শ্লোকে যজ্ঞনির্ব্বাহের জন্য দশজন দ্বিজ প্রেরণ করা হইয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। কান্যকুব্জাধিপতি পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ পাঠাইয়াছিলেন। ইহার দ্বারাও বাঙ্গালার কায়স্থের দ্বিজত্বই সূচিত হয়।

অপিচ ঘটকগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

হাতি, ঘোড়া ও পাল্কীতে আগমনও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বসূচক। শূদ্র সেবকগণের জন্য নিশ্চয়ই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট যানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই পঞ্চ কায়স্থ যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক ছিলেন এতদ্দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হয়।

তারপর দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির ১০০৮ সনে বিরচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকাতে উক্ত আছে—

পঞ্চ কায়স্থ আসে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিলা নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চজন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদিগে কি কহে উত্তর॥
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥
দক্ষ দ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন।
ইহাদের দাস হইনু শুন সর্ব্বজন॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
একগ্রামে বসতি আছয়ে চিরকাল॥

এই কারিকাকথিত পদ্যমালার ভিতরে দাস শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ইহা যে শূদ্রজাতির ভৃত্যবোধক দাস শব্দ নয় তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কারণ—(১) আদিশূরের ন্যায় একজন স্বাধীন ক্ষত্রিয় নরপতির পক্ষে ভৃত্যকে সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন যার পর নাই অদ্ভুত ব্যাপার। (২) যখন পঞ্চকায়স্থের পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ই সমাগত কায়স্থগণের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশ ও ভূষা প্রভৃতি ভৃত্যোচিত ছিল না। (৩) তারপর রাজা যখন মুনি-গণকে পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তখন ভৃত্য হইলে সোজা কথায় তাঁহারা বলিতে পারিতেন যে এই পাঁচজন আমাদের ভৃত্য। কিন্তু তাঁহারা তাহা বলেন নাই। কারণ কায়স্থগণ তাঁহাদের ভৃত্য ছিলেন না, পরন্তু শিষ্য ছিলেন। তাই মুনিগণ নিজমুখে নিজেদের গুরুত্ব স্বীকার করেন

নাই, শিষ্যদের উপরই পরিচয়ের ভার দিয়াছিলেন। কারণ, সদ্‌গুরু গুরুত্বাভিমান থাকেনা। (৪) দশরথাদি ৪ জন কায়স্থ যখন আত্ম পরিচয় দেন তখন "আমরা দক্ষ দ্বিজ আদি মুনিগণের অনুগত শিষ্য" এইরূপ পরিচয় দিয়া পশ্চাৎ দাস স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দাসত্ব উপজীবী বেতনভোগী শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার নয়, কিন্তু যোগ্যতম গুরুর নিকট যোগ্যতর শিষ্যের বিনয়প্রকাশক দৈন্যোক্তি মাত্র। দত্ত মহাশয়ের সেরূপ বিনয়প্রকাশের প্রয়োজন হয় নাই, যে হেতু পঞ্চ মুনির সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিল না। যদি মুনিদের সহিত পঞ্চ কায়স্থের দাস-প্রভু সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে দত্ত মহাশয়ও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। বাধ্য হইয়া 'দাস' স্বীকার তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি স্বীকারতো দূরের কথা, বরঞ্চ অস্বীকারই করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মিথ্যাবাদী দাম্ভিক বলিয়া রাজসভায় বা মুনিদের নিকট ঘৃণিত হন নাই। তবে রাজা বা রাজসভাসদ্‌গণ মনে করিয়াছিলেন যে তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের আনুগত্য স্বীকার করা ক্ষত্রিয় সন্তানের পক্ষে উচিত ছিল। বস্তুতঃ তপস্বী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার সাধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষেও গৌরবজনক ছিল। কিন্তু দত্ত মহাশয় ক্ষত্রিয় হইয়াও তাহা স্বীকার করেন নাই। অতএব—চকার নৃপতিঃ স তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং, বিনয়ের অভাবেই দত্ত বংশ নিষ্কুল হইয়াছিলেন, মিথ্যা কথা বলার জন্য নহে।

তবে ইহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে যে কায়স্থগণ পঞ্চ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়োচিত পরিচর্য্যা করিতেন। যেহেতু সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ পরিচর্য্যায় দ্বিজাতিরই অধিকার। শূদ্র সেবকের দ্বারা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের কোন অন্তরঙ্গ সেবা হইতে পারেনা। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট শূদ্র তখন অস্পৃশ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো! কায়স্থগণ রাজ সভায় কিরূপ ভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন তাহা শুনিয়াছি। এক্ষণে কিরূপ ভাবে তাঁহারা পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস! আদিশূরের সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ কায়স্থের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ক্ষত্রিয়োপযোগী। সংক্ষেপানুরোধে এখানে আমরা কেবল মাত্র পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় লইয়াই আলোচনা করিব। বঙ্গজকায়স্থকারিকায় উক্ত আছে—

অয়ঞ্চ পুরুষোত্তম অগ্নিদত্তকুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাকৃতী মহামানী কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ।
স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥

স চ শৈকসেনাধরঃ শৈববরো রথিনাঞ্চ রথী মৌদ্‌গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞো ভাস্বরশ্চবলী পিনাকপাণিঃ কুলদেবতা চ॥

উপরোক্ত শ্লোকটীর সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী যুক্তির উপরে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিৎ—

(১) ভৃত্যের পরিচয় এরূপ ভাবে কেহ কখনও জিজ্ঞাসা করেনা। বিশেষতঃ রাজসভায় উহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

(২) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের বংশ ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শূদ্র বা ভৃত্যের সম্বন্ধে ইহা নিতান্তই অসম্ভব। যেহেতু পুরাণাদিতে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই বংশ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শূদ্রের বংশ বা গুণ কীর্ত্তন কখনও করেন নাই।

(৬) এই প্রমাণে স্পষ্টই আছে যে পুরুষোত্তম ধন, মান, কুল, শীল, বিদ্যা ও তপস্যা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত গুণে বিভূষিত ছিলেন। একাধারে শস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ, ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতিতে অসম্ভব।

(৭) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে পুরুষোত্তম দত্ত একজন শ্রেষ্ঠ রথী এবং সকলের রক্ষার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ত্বের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

শিষ্য। প্রভো! যদ্যপি শ্লোকোক্ত তাবৎগুণই ক্ষত্রিয়োচিত বটে, তথাপি শ্লোকে একবারও 'ক্ষত্রিয়' শব্দের উল্লেখ নাই কেন?

গুরু। থাকিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, তাই নাই। রাজসভায় সকলেই জানিতেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়। যাহা তাঁহারা জানিতেন না শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে রাজা প্রেমনারায়ণের সভা-পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ তদীয় কায়স্থকারিকাতে কান্যকুব্জাগত ২৭ জন কায়স্থকেই স্পষ্ট ভাবেই ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। যথা—

ঘোষবসুগুহমিত্রা দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভবাঃ॥
একোনবিংশতি গৌড়া নাগনাথোঽথ দাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ॥

রাজবংশ বা রাজন্য শব্দে যে ক্ষত্রিয় বুঝায় তাহা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন।

শিষ্য। গুরুদেব! ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুইটী জাতির মধ্যেই কতিপয় ব্যক্তি রাজসভায় কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কোন জাতির মধ্যে কি কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না?

গুরু। নিশ্চয়ই ছিলনা, থাকিতে পারে না। যে নব গুণের উপর কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত, উহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতিতে থাকা অসম্ভব। কারণ

বৈশ্যের অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদৃশ অধ্যবসায়ের অভাব ছিল; আর উহা তো শূদ্রের অধিকারের বহির্ভূত।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, দান ও তপস্যা এই নবগুণ কৌলীন্যের ভিত্তি। এখন ইহার মধ্যে কয়েকটী গুণ লইয়া সংক্ষেপে বিচার করিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে উহা তাৎকালিক শূদ্রে থাকা নিতান্ত অসম্ভব ছিল।

বিদ্যা—তৎকালে এখনকার মত বি, এ, এম্, এ ছিল না। সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নই তখনকার বিদ্যা ছিল। শূদ্রের তাহাতে অধিকার ছিল না।

আবৃত্তি—নিত্য বেদাধ্যয়নের নাম আবৃত্তি। ইহা দ্বিজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। উহাও শূদ্রের অধিকারের বাহিরে।

তপস্যা—তপস্যাতেও দ্বিজাতির অধিকার। শূদ্রের তপস্যায় অধিকার ছিল না। রামায়ণোক্ত শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শোচনীয় মৃত্যুর কথা অবশ্যই তোমরা অবগত আছ।

অতএব উপরি উক্ত গুণগুলিও নিঃসন্দেহে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বব্যঞ্জক। অবশিষ্ট ছয়টী গুণের বিচার করিলেও তুমি বুঝিতে পারিবে যে ঐ সমস্ত গুণও মুখ্যভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই উপযোগী। কিন্তু আমাদের সময়াভাব। যাহা বলিয়াছি, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো! কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আমি এখন নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে কি জন্য তাঁহারা দ্বিজাতির প্রধান সংস্কার উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গুরু। স্নেহাস্পদ! শুধু তাঁহারাই যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তা নয়। খুব সম্ভব যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও বহুসংখ্যক এক সময় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রভো! এ ত বড়ই আশ্চর্য্য কথা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণগণও উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গুরু। পরিত্যাগ করাটা আশ্চর্য্য নয়, যদি কেহ পরিত্যাগ না করিয়া থাকেন তবে সেইটাই খুব বেশী আশ্চর্য্য।

শিষ্য। কারণ কি প্রভো?

গুরু। কারণ—ধর্ম্মবিপ্লব।

শিষ্য। কোন্ ধর্ম্ম?

গুরু। কেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম। বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্মে বৈদিক সংস্কারের কোন সার্থকতা ছিলনা। উপনয়নসংস্কার জাতিভেদবিরহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাধক না হইয়া বরং বাধকই হইয়াছিল; কাযে কাযেই বৌদ্ধজ্ঞানলিপ্সু আর্য্যগণ স্বেচ্ছায় উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে হিন্দুধর্ম্ম তখন কেবল মাত্র যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম লইয়াই বিদ্যমান ছিল। প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল, মৃত দেহটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

শিষ্য। প্রভো! ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের কোন প্রমাণ আছে কি?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে। আমি বিনা প্রমাণে একথা বলিতেছিনা। রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রদোষকারিকা নামক ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে আছে:—

এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥

উপরোক্ত ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে দেখা যায় যে এক পিতার দুই পুত্র, একজন

রাঢ়ে ও অন্যে বরেন্দ্রভূমিতে বসবাস করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আখ্যা পাইয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মাসক্ত হইয়া তাঁহারা জাতি নষ্ট ও উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তারপর বহুকাল গত হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যখন এদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের নিকট ব্যবস্থা লইয়া পুনরায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। সেজন্য কিছুদিন সমাজে তাঁহাদের অখ্যাতিও ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সমাজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

।। কি সর্ব্বনাশ! এ যে ভয়ঙ্কর কথা। তবে কি কায়স্থের উপনয়নও সেই সময় লুপ্ত গিয়াছিল?

। হাঁ নিশ্চয়ই।

। সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আছে কি?

। আছে বৈকি। রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দকৃত কায়স্থ-কারিকাগ্রন্থে লিখিত আছে :—

বঙ্গে কার্য্যবশাদাসন্ গৌড়াৎ কায়স্থজা শুদা।
তে স্থিতাঃ স্থানভেদেষু হীনাচারাস্ততোঽ ভবন্॥
গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাৎগতাঃ।
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
তথা তু শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥

কার্য্যবশতঃ গৌড় হইতে যে সমস্ত কায়স্থ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া হীনাচারসম্পন্ন হন। বিপ্রমানদাতা কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী পরিত্যাগ করেন; এবং ক্রিয়াহীন হইয়া সকলে ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে যখন এদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাঁহারা উক্তধর্ম্মে দীক্ষিত ও তন্ত্রশাস্ত্রে পারগ এবং তান্ত্রিক বলিয়া বিখ্যাত হন। তথাপি বেদের অনুশাসনে উপনয়ন হীনতাহেতু তাহারা শূদ্রধর্ম্ম।

এই প্রমাণে দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া কায়স্থগণ হীনাচার সম্পন্ন হন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কায়স্থগণ পূর্ব্বে সদাচারী ছিলেন অতএব ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে বৌদ্ধসংসর্গেই কায়স্থগণ হীনাচার সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তারপর বিপ্রমানদাতা কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করিয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করেন। এস্থলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অর্থ নিশ্চয়ই বুদ্ধপ্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান। নচেৎ আর কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করিয়া, গৃহস্থের যজ্ঞসূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক শ্লোকোক্ত আর একটী শব্দের উপর তোমায় মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। সে শব্দটী এই—"বিপ্রমানদাতা" কায়স্থগণ উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বিপ্রগণ অগ্রে উপবীত ও গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাদের সম্মানরক্ষা জন্য কায়স্থগণও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে "বিপ্রমানদা" শব্দের কোন সার্থকতাই থাকে না। নচেৎ শ্লোকটী একজন শব্দার্থপরিজ্ঞানশূন্য, অনর্থকশব্দপ্রয়োগকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত, এই কথাই বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় শ্লোকরচয়িতা রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন।

শিষ্য। গুরুদেব! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রঘুনন্দন কি এ সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন না।

গুরু। বৎস! স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বহুবৎসর পূর্ব্বেই কায়স্থগণ উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কয়েক শত বৎসরের গতানুগতিক প্রথার অনুসরণ করাতেই স্মার্ত্তচূড়ামণি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছেন। তখন গবেষণার যুগ ছিল না। তথাপি রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে কায়স্থের নামান্তে

দাস শব্দ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র প্রভৃতি বংশোপাধি ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রঘুনন্দনের পূর্ব্বে কায়স্থগণ দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তথাপি কায়স্থের ক্রিয়াকর্ম্ম শূদ্রবৎ অনুষ্ঠিত হওয়াই তৎকৃত স্মৃতির ব্যবস্থা, যেহেতু উপনয়ন-সংস্কারের অভাবে দ্বিজাতির শূদ্রত্ব অপরিহার্য্য। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশও তৎকৃত অভিধানে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে রঘুনন্দনের ভ্রান্তি স্বীকার করিয়াছেন।

শিষ্য। প্রভো! তবে কি রঘুনন্দন জানিতেন যে কায়স্থ মূলতঃ ক্ষত্রিয় জাতি, কেবলমাত্র সংস্কারাভাবে শূদ্রবৎ? সে জন্যই তিনি ক্রিয়াকাণ্ডে দাস শব্দ ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন নাই।

গুরু। নিশ্চয়ই জানিতেন।

শিষ্য। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন ইহা প্রমাণ ভিন্ন বিশ্বাস করা যায় না।

গুরু। আমিও তোমাকে বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিতে বলি না। আমি নিজেও তাহা করি না। আমি তোমাকে দেখাইব যে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। তোমরা অবগত আছ যে রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীলেখকদের মধ্যে কবি কর্ণপূর সর্ব্বপ্রথম। তৎকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে লিখিত আছে—

"কেশববসুনাম্না তদমাত্যেন কথিতম্—শূরত্রাণ শ্রীচৈতন্য নাম কোঽপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রযাতি, তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি।" "মহাপ্রভু হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহ লোক-সমাগম দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য "কেশব বসুকে" তাহার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "কেশব বসু" বলিলেন—শূরত্রাণ, শ্রীচৈতন্য নামক কোন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে মথুরায় যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য এই সকল লোক সঞ্চরণ করিতেছে।"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

কেশব খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসয় রাজা বড় বিস্ময় হইয়া॥
কহত কেশবখান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোলো যার॥

এই একই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিতেছেন—

গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনাদানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেইত গোঁসাই ইহা জানিও নিশ্চয়॥
কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল॥

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে "কেশব বসু" "কেশব খান" ও "কেশব ছত্রি" বলা হইয়াছে। "বসু" কায়স্থের বংশোপাধি। "খান" নবাবদত্ত উপাধি। "ছত্রি" ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ, জাতিগত উপাধি। রঘুনন্দনের সময়েও যে বাঙ্গালা দেশে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লোকে জানিত, তদ্বিষয়ে ইহা অকাট্য প্রমাণ। উপরিউক্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে কেহই কায়স্থ ছিলেন না। বহুদিন হইল শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই সকল বাক্য অবলম্বনে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া "আনন্দ বাজারে" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন :—

"১৫২২ শকে শ্রীখণ্ডবাসী অম্বষ্ঠকুলজাত শ্রীমন্নিত্যানন্দ দাস "প্রেম-

বিলাস" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের ২৪শ বিলাসে আদিশূর ও মকরন্দাদি পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন—

আদিশূরো মহারাজঃ ক্ষত্রকুলাবতংশকঃ।
কান্যকুব্জাৎ পঞ্চবিপ্রানানিনায় স্বরাজ্যকং ॥

পঞ্চ ঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন। পঞ্চঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ ॥
যোদ্ধবেশধারী পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র। ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিলা গমন ॥"

শ্রীল নরহরিদাস কৃত ভক্তিরত্নাকরও একখানি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ইতিহাস। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
রামকেলী হইতে যাত্রা কৈল গৌরহরি ॥
"কেশব ছত্রিন" আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন ॥

তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিদিত ছিলেন তদ্বিষয়ে ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ। ভূদেবগণের প্রতি কায়স্থগণের বিনয়প্রকাশক পরিচয়বাক্যগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ-দিগের ভৃত্যরূপে আসিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। "প্রেমবিলাস"-গ্রন্থকার বৈষ্ণব কবি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।"

পঞ্চম অধ্যায়।

গুরু। স্নেহাস্পদ! তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সকল প্রমাণ আমাদিগকে কি অভ্রান্ত শিক্ষাই দেয়। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে এ সকল যার পর নাই মূল্যবান্। যাহা হউক, কায়স্থের বর্ণতত্ত্ব

লইয়া আমরা যে সকল প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছি তদ্দ্বারা আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

পুরাণাদির প্রমাণের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে কায়স্থের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি সমাবর্ত্তন ও উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই তিনি ব্রাহ্মণকন্যা ইরাবতীর পাণিগ্রহণে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, মাধ্যকালিক ভারতের অন্তর্গত বঙ্গদেশের হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধকবল হইতে পুনরুদ্ধারের জন্য বঙ্গাধিপ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে কায়স্থগণকে আনাইয়াছিলেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। আদিশূরের পত্র, হস্ত্যশ্ব-শিবিকাদিতে তাঁহাদের আগমন, যোদ্ধবেশ, ক্ষত্রিয় নরপতির সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বংশ ও গুণ কীর্ত্তন, দান তপস্যাদি নবগুণে কৌলীন্যলাভ প্রভৃতি দ্বারা আমরা তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বসূচক দৃঢ়তর প্রমাণ পাইয়াছি। একই নবগুণকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কায়স্থজাতিরও কুলকারিকা রক্ষার জন্য পণ্ডিত ঘটক ব্রাহ্মণদের দৃঢ়তর অধ্যবসায়ও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলেই সাক্ষ্য দিতেছে। ধর্ম্মবিপ্লবে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াও যে বহু শতাব্দী যাবৎ কায়স্থজাতি সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। বৎস! যদি আমরা এতদনুকূলে একটীমাত্র প্রমাণ দেখাইতে পারিতাম, সরল সত্যান্বেষীর নিকট তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা যাহা দেখাইয়াছি তাহা পর্য্যাপ্ত। আমি বিশ্বাস করি যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণশীল হিন্দু, এই সকল যুক্তি প্রমাণ তাঁহার পক্ষেও প্রবোধজনক হইবে। এখন তোমার অন্য কোন প্রশ্ন আছে কি?

শিষ্য। প্রভো, আমরা কুলকারিকাগ্রন্থে পাইয়াছি যে উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মণগণ পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থগণ তখন গ্রহণ করেন নাই কেন?

গুরু। বৎস! সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত স্বীকৃত হয়, উহা ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে বড় কম প্রলোভনের বিষয় নয়। তারপর, জীবিকারক্ষার জন্যও ব্রাহ্মণদের পক্ষে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কায়স্থজাতির পক্ষে সেরূপ প্রলোভন কিছুই ছিল না। অধিকন্তু রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণের রাজধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা যে তান্ত্রিকধর্ম্মে প্রসক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীতের কোন আবশ্যকতাই অনুভব করেন নাই। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়োচিত সামাজিক মর্য্যাদা তখন তাঁহাদের অক্ষুণ্ণই ছিল। কিন্তু একমাত্র উপবীতহীনতাই যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরগণের এত দুর্গতি ঘটাইবে তাহা তাঁহারা তখন ভাবিয়া দেখেন নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! কেহ কেহ বলেন যে বহুপুরুষযাবৎ পতিতসাবিত্রীকের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে নাকি ঐ রকমের একটা বচন আছে?

গুরু। হাঁ বৎস! বচনটী ঠিকই আছে, কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ সে বচনের যেরূপ বিকৃতার্থ করেন তাহা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। যে সহস্রাধিক পণ্ডিত সেই বচনের উপর নির্ভর করিয়া কায়স্থ ও বৈদ্যকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহারা কি সকলেই অজ্ঞ? ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, এমন কোন বড় পণ্ডিত নাই যিনি সেই সকল ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। আবশ্যক হইলে তোমরা "ব্যবস্থাপত্রমালা"* নামক পুস্তকে সে সকল ব্যবস্থা

---

* কায়স্থ-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দেখিতে পাইবে। দেখ বৎস, অপর একটী কথা না বলিলেও চলে না। ব্যবস্থাশাস্ত্র ত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। উহা কেবল সমাজের শৃঙ্খলা ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হয়। উহা বেদের ন্যায় নিত্য সত্য নয়। সমাজ যখন যে অবস্থায় উপস্থিত হয়, তদনুসারে তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ ও তাহাকে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই আমরা অতীত যুগে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা দেখিতে পাই। সহস্র সহস্র বৎসরের রাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুসমাজের অবস্থা এখন আমূল পরিবর্ত্তিত। এরূপ অবস্থায় কি করিয়া আশা করা যাইতে পারে যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কোন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া আমরা বর্ত্তমান সমাজ পরিচালনা করিব? ঋষি তখন ভাবিতেই পারেন নাই অথবা ভাবিয়াও দেখেন নাই যে এত সুদূর ভবিষ্যতে সমাজ কোন্ অবস্থায় দাঁড়াইবে। সুতরাং এখন পণ্ডিতগণকে বর্ত্তমান সমাজেরই আশা ও আকাঙ্ক্ষার দিকে তাকাইতে হইবে। সমাজের দুর্ব্বলতা নষ্ট করিতে হইবে। যোগ্যতার দাবী পূরণ করিতে হইবে। অচলকে চালাইতে হইবে। অন্য সমাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া হিন্দুসমাজের স্বাস্থ্যতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। লোক সংখ্যাহ্রাসের কারণানুসন্ধান করিতে হইবে। যদি বিধবা-বিবাহ নিষেধ তাহার অন্যতম কারণ হয়, তাহা হইলে তাহারও প্রচলন করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব, সামাজিক বৈষম্য দূর করিতে হইবে। সুতরাং আবশ্যক হইলে স্মৃতিশাস্ত্রেরও নূতন কলেবর করিতে হইবে। যদি একজন পণ্ডিতের দ্বারা উহা অসম্ভব হয় তাহা হইলে কতিপয় পণ্ডিতের সমবায়-শক্তির দ্বারা তাহা সম্পন্ন করা আবশ্যক। বিধর্ম্মিশাসিত দেশে সমাজসংস্কারের জন্য ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।
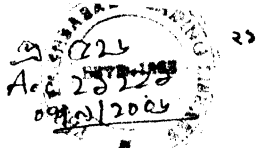
প্রভো? আপনার কথায় বুঝিতে পারিয়াছি যে হিন্দু সমাজের সংস্কার এখন যারপর নাই প্রয়োজন। অসংস্কৃত পঙ্গু সমাজকে চলচ্ছক্তি দিতে হইলে ইহার সংস্কার এখন অপরিহার্য্য। কিন্তু তাহার সঙ্গে উপনয়ন-সংস্কারের সম্বন্ধ কি?

। বৎস! আগে উপনয়ন জিনিষটা কি বোঝ, তাহার পর সম্বন্ধ কি তাহা তুমি স্বয়ংই বুঝিতে পারিবে। উপ-নয়ন শব্দের অর্থ উপ-চক্ষু। ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজের উন্নতি নাই। ধর্ম্মবিহীন সমাজ অসভ্য বর্ব্বরের সমাজমাত্র। সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ব্যবহারিক জীবন যাপন করে এবং তাহার সমস্ত কর্ম্মজীবনে যদি ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেই সমাজ ক্রমশঃ মোক্ষের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাই প্রকৃত সামাজিক উন্নতি। "কৈশোরে ধর্ম্মমাচরেৎ"। কিশোর বয়সই ধর্ম্মাচরণ আরম্ভের উপযুক্ত সময়। কিশোরসুলভ কোমল চিত্তে ধর্ম্মের ছাপ পড়িলে তাহা স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়। তাই আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির জন্য কিশোরে উপনয়ন অর্থাৎ আর একটী চক্ষুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর্য্য বালক উপনয়নানন্তর বেদমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক যখন বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করে তখনই উপনয়ন সার্থক হয়। একালে কিন্তু নানাকারণে সেরূপ প্রথা নাই। গায়ত্রীদীক্ষা ও চারি বেদের আদ্য মন্ত্রচতুষ্টয়পাঠই বেদ পাঠের শেষ। তথাপি উহা একেবারে নিষ্ফল নয়। উপনয়ন উপলক্ষ্যে কিশোর বালকের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সংযোগ ঘটে বাধ্য হইয়াও তাহাকে সন্ধ্যা আহ্নিকের অনুষ্ঠান করিতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা কিয়ৎ পরিমাণেও দমিত হয়। শাস্ত্রের শাসন মানিতে অভ্যস্ত হয়।

শিষ্য। প্রভো, প্রচলিত তান্ত্রিকদীক্ষার দ্বারাও ত উহার অভাবপূরণ হইতে পারে?

গুরু। না, তা পারে না। কেহ বা মরণকাল পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন না। কেহ বা বার্দ্ধক্যে, কেহ বা প্রৌঢ়ে, বড় জোর কেহ বা যৌবনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নানাবিধ বাসনার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া চিত্ত তখন কঠিন হইয়া পড়ে। কঠিন চিত্তে ধর্ম্মের ছাপ পড়েনা। মন্ত্রটীকে পোষাকী কাপড়ের মত তুলিয়া রাখা হয়। ছাড় ছাড় ভাবে দিনের মধ্যে ২।১ বার ব্যবহার করা হয় মাত্র। উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের কোন প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটে না।

শিষ্য। আচ্ছা প্রভো! ব্রাহ্মণ বালকগণ ত কিশোর বয়সেই উপনয়ন গ্রহণ করে, তবে সে জাতির এরূপ আধ্যাত্মিক অধঃপতন কেন?

গুরু। বৎস! প্রতিযোগিতা ভিন্ন ব্যক্তি বা জাতি বড় হয় না। কৈফিয়ৎ লইবার লোক না থাকিলে মানবের পতন অবশ্যম্ভাবী। সংঘর্ষের ফলে শক্তিসঞ্চয় হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যে সময় হিন্দু সমাজ জীবন্ত ও উন্নত ছিল সে সময়ের কথা একবার স্মরণ কর দেখি। একদিকে যেমন ক্ষত্রিয়কুলে মহারাজ অজাতশত্রু, বিশ্বামিত্র, জনক, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি রাজর্ষির আবির্ভাব, অন্যদিকে তেমনই ব্রাহ্মণকুলে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ট, ভৃগু, পরাশর ও ব্যাসাদি মহর্ষির অভ্যুদয়। বৎস, একমাত্র ক্ষত্রিয়ের অভাবই আমাদের সমাজের দুরবস্থার কারণ। সুযোগ্য কায়স্থ জাতি যখন ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণের পার্শ্বে দাঁড়াইবেন, প্রতিযোগিতায় তখন ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতিও অনিবার্য্য। নচেৎ সমাজের উন্নতির উপায়ান্তর নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই সমাজের আদর্শ, অতএব তাঁহাদের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বৎস! কায়স্থ জাতি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, আচারে, অনুষ্ঠানে, সভ্যতায় ও প্রতিভায় একমাত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গেই তুলিত হইবার উপযুক্ত, অন্ততঃ

সে সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। স্নেহাস্পদ! এরূপ একটী সুশিক্ষিত ও সদাচারসম্পন্ন জাতিকে ডোম কাওরা হাড়ির সমপর্য্যায়ভুক্ত শূদ্রসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া রাখিয়া, তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হওয়া শুধু যে হৃদয়হীনতার পরিচায়ক তাহা নয়, সমাজের পক্ষেও যার পর নাই অকল্যাণকর। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার উপযুক্ত ছাত্রকে যদি আইনের দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীতে চিরকাল থাকিতে বাধ্য করা যায় তাহা হইলে সে স্কুলের অবস্থা কি রকম হয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। যোগ্যতার পুরস্কার ঈশ্বরের নিকট অবশ্যই আছে। ব্রাহ্মণগণ এক্ষেত্রে উপলক্ষ্য মাত্র। যদি ব্রাহ্মণগণ ইহা লইয়া একটী প্রতিকূল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, তাহা হইলেও কায়স্থগণ তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবেই। কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। পরিণামে কেবল ইহাই দাঁড়াইবে যে কায়স্থের নিকট ব্রাহ্মণের যেটুকু সম্মান আছে তাহাও আর থাকিবে না। অথচ ইহাও অস্বীকার করিলে চলিবেনা যে ব্রাহ্মণের সামাজিক সম্মান কেবলমাত্র কায়স্থ জাতির উপরেই নির্ভর করে।

শিষ্য। প্রভো! তবে কি আপনি বলিতে চান যে অবশেষে ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করিয়াই কায়স্থজাতি উপনয়ন গ্রহণ করিবেন?

গুরু। নিশ্চয়ই, বৎস! প্রস্রবণের জল কি কোন বাধা মানে? তুমি যত বাধা দাওনা কেন, সে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িবেই। বাধার দ্বারা বরঞ্চ বেগের তীব্রতা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উত্থান পতন প্রাকৃতিক নিয়ম। হিন্দুসমাজ এখন পতনের চরম সীমায় পৌছিয়াছে। ইহার উত্থান এখন প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। অবসাদের পরে উত্তেজনা, নিদ্রার পরে জাগরণ স্বতঃসিদ্ধ। তাই আজ সমস্ত জাতিই উত্তেজিত; সমস্ত জাতিই জাগরিত। এই প্রাকৃতিক নিয়মে বাধা দেওয়া মানবের সাধ্যাতীত, ঈশ্বরেরও অনভিপ্রেত। তবে

ইহাও আমি স্বীকার করি যে এই উত্তেজনার ভিতর কোন কোন জাতির অনধিকার চর্চ্চা আছে, অন্যায় দাবী আছে, উচ্ছৃঙ্খলতাও আছে। তথাপি আমি ইহাও অস্বীকার করিনা যে জড়তা অপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, পঙ্গুতা অপেক্ষা চাঞ্চল্য ভাল। অন্ততঃ উহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজ যেরূপ বহু শতাব্দী যাবৎ গতানুগতিক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে হৃদয়ের বিকাশ ছিল না, প্রাণের স্পন্দন ছিলনা, জীবনীশক্তির কোন ক্রিয়াই ছিলনা। একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মত এক নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইতেছিল মাত্র। ইহা সামাজিক জীবনে যার পর নাই ভয়ঙ্কর অবস্থা। মনে কর সমাজ একটি সম্পূর্ণ দেহের সদৃশ। কোন একটিমাত্র অঙ্গের পুষ্টির দ্বারা দেহের সৌষ্ঠব রক্ষা হয় না, এমন কি তদবস্থায় দেহকে সুস্থ বলাই চলে না। অস্বাভাবিকভাবে কোন অঙ্গ ক্ষীণ, কোন অঙ্গ পীন, ইহা নিতান্তই অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক, যতক্ষণ না সমগ্র দেহ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ, বিভিন্ন জাতি লইয়া সমাজ দেহ গঠিত, অর্থাৎ বিভিন্ন জাতি সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মনে কর, ব্রাহ্মণ জাতিই সমাজদেহের উত্তমাঙ্গ, কিন্তু একমাত্র উত্তমাঙ্গের উন্নতিকেই কি সমগ্র দেহের উন্নতি বলিয়া স্বীকার করা যায়? অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে, কেবল মস্তিষ্ক সতেজ থাকিলেই কি মানুষকে সুস্থ বলা চলে? পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কই কি অবিকৃত থাকে? কখনই নয়। তাই সমাজের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ জাতির এই বর্ত্তমান দুরবস্থা। যে জাতি এক সময়ে পারমার্থিক ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাজসিংহাসনও চাহিতেন না, আধ্যাত্মিক বৈভবের অভাবে অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্ত আজ কিনা সেই জাতি হীনভাবাপন্ন হইয়া ম্লেচ্ছেরও কৃপার ভিখারী। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এই শোচনীয় পরিণাম প্রকৃতির সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাই প্রাকৃতিক চাঞ্চল্যের নিদর্শন-স্বরূপ বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের উদ্বোধন। এতদ্দৃষ্টে

মনে হয় যে বৈষম্য-পীড়িত হিন্দু সমাজ পুনরায় পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইবে, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইবে।

। প্রভো, আমার সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। সমস্ত সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আবশ্যক হইলে স্মৃতি-শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করা চলে, নূতন স্মৃতি প্রণয়ন করাও চলে। বস্তুতঃ, সমাজের বিভিন্ন অবস্থাই বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রকৃত প্রণেতা। পণ্ডিতগণ কেবল উহার লিপিকার মাত্র। তাঁহারা যদি সমাজের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব-গুলির উপর উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, প্রকৃতির নীরব আবেদনে কর্ণপাত না করেন, সামাজিক কল্যাণের সম্মুখে যদি ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে বলি দিতে না পারেন, তাহা হইলেই সমাজে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। আর যদি তাঁহারা সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার প্রতি মনোযোগ দিয়া তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের জন্য যথাকালে লেখনী ধারণ করেন তাহা হইলেই সমাজে সুশৃঙ্খলা বজায় থাকে। কায়স্থ জাতি বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় সংস্কার পাইবার উপযুক্ত। শাস্ত্রে না থাকিলেও কেবল যোগ্যতা হিসাবেই তাঁহাদের পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা দেখিয়াছি যে পুরাণ ইতিহাসে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণও যথেষ্ট আছে। তবে কোন কোন পণ্ডিত যে প্রায়শ্চিত্ত লইয়া আপত্তি তুলিতেছেন উহা নিতান্তই সংকীর্ণতা। কারণ তাঁহাদের সরলভাবে একবার বুঝিয়া দেখা উচিত যে যদি কাহারও অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বা তদূর্দ্ধতন পুরুষদের মধ্যে কেহ ধর্ম্মবিপ্লবে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে বাধ্য হইয়া কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরেরা কি প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত সেই পাপের ফল ভোগ করিবে? কি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা! তাহারা কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও আর পবিত্র হইতে পারিবে না? হিরণ্যকশিপুর পাপের ফলে প্রহ্লাদ বা তদ্বংশীয়দিগের জন্য নরকের

ব্যবস্থা শাস্ত্রে থাকিলে সে শাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিহীন। কোন বুদ্ধিমান লোকই ইহার সমর্থন করিতে পারে না।

গুরু। না বৎস, শাস্ত্রে নাই, কিন্তু অনেক টীকাকার পণ্ডিত তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা ফলাইয়াছেন। তবে সুখের বিষয় যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন এবং টীকাটীকে ভ্রমাত্মক ও প্রমাদাত্মক প্রভৃতি বলিয়া সেই অদ্ভুত টীকাকারকে গালি দিতেও ছাড়েন নাই। যাহা হউক, সে জন্য বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণদের পূনঃসংস্কারও আটকায় নাই। দ্বাদশপুরুষ-পতিতসাবিত্রীক শিবাজীর উপনয়ন সংস্কারেও বাধা হয় নাই। বৈদ্যদের উপনয়নও নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে, কায়স্থেরও আটকাইবে না।

শিষ্য। প্রভো! আপনার সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ উপদেশের দ্বারা আমি যেরূপ প্রবোধ পাইয়াছি, আশা করি সকলেই সেইরূপ প্রবোধ পাইবেন। কিন্তু আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া না লইলে আমাদের এই গুরু-শিষ্য সংবাদটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রশ্নটী এই যে, কোন কোন শিক্ষিত যুবক বলিয়া থাকেন যে "এখন সাম্যের যুগ। জাতিভেদ বৈষম্যমূলক, অতএব উপনয়নসংস্কারের দ্বারা ভেদের প্রাচীর আরও দৃঢ়তর হইবে, সাম্যের সহজ ও সরল গতিতে বাধা পড়িয়া যাইবে। অতএব উপনীত জাতিগণ যাহাতে উপনয়ন পরিত্যাগ করেন, তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়াই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভেদের জীর্ণ প্রাচীর এখন মেরামত করিবার পরিবর্ত্তে উহাকে সত্বর ভূমিসাৎ করিবার জন্য সবলে পদাঘাত করাই উচিত।"

গুরু। বৎস, কতিপয় যুবকের যে ঐ প্রকার মত তাহা আমি জানি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ তাহাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের অবলম্বিত পথটী ভারতের ধাতুসহ নয়। বুদ্ধদেব এবং চৈতন্যদেবের মত মহাপুরুষগণ যাহা পারেন নাই, সাধারণ মানুষ তাহা পারিবেনা। একজন নিখিল জ্ঞানের ভিত্তির উপর সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আর একজন বিশ্বপ্রেমকে ভিত্তি করিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা

করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উভয়ের চেষ্টাই প্রায় নিষ্ফল হইয়াছে। তবে তাৎকালিক ঘোরতর বৈষম্যের প্রতিবাদস্বরূপ উহা সময়োপযোগী হইয়াছিল এইমাত্র। জাতিভেদ হিন্দুজাতির মজ্জাগত জিনিষ। উহা একেবারে নিঃশেষিত হওয়া বোধ হয় ঈশ্বরাভিপ্রেত নয়।

শিষ্য। মহাপুরুষদের দ্বারা এককালে উহা অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়াই যে আর কোনকালে উহা সম্ভব হইবে না, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়?

গুরু। বৎস! বিশ্বাসের কারণ যথেষ্টই আছে। যাক, সে কথায় এখন কাজ নাই। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি উহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

শিষ্য। কেন প্রভো, একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই উহা সম্ভব হইতেছে। যাঁহাদের ভিতরে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে তাঁহারা জাতিভেদের খুঁটীনাটী আদৌ পছন্দ করেন না। বরঞ্চ ভেদবিষজর্জ্জরিত হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারকে তাঁহারা ঘৃণার চক্ষেই দেখেন।

গুরু। বৎস, আমিও বর্ত্তমানের বর্ণভেদকে ঘৃণার চক্ষেই দেখি। পশুপক্ষীর স্পৃষ্ট অন্নজল আমাদের অখাদ্য অপেয় হয় না, কিন্তু জাতিবিশেষকে স্পর্শ করিলেই আমরা গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করি। আমরা পশু অপেক্ষাও মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করি। কিন্তু বৎস, উপায় কি? পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তিহীন জ্ঞানের দ্বারা কি উহা দূরীভূত হইতে পারে? বুদ্ধ বা চৈতন্য-প্রচারিত জ্ঞানের গভীরতা কি পাশ্চাত্য জ্ঞানের গভীরতা অপেক্ষা বেশী নয়? তথাপি কিন্তু এই উভয় জ্ঞানের আলোকেও সমাজ সাম্যের সন্ধান পায় নাই। স্থায়ীভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শিষ্য। আপনি পাশ্চাত্য জ্ঞানকে ভিত্তিহীন বলিলেন কেন? অন্ততঃ তাঁহাদের সাম্যভাব কি কোন আদর্শ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়?

গুরু। বৎস। বৈষম্য ভেদবুদ্ধিপ্রসূত। কোন উন্নত ধর্ম্মের দ্বারা মানব-চিত্ত শাসিত হইলে তবে উহা কতক পরিমাণে দূরীভূত হয়। পাশ্চাত্য

জাতি খৃষ্টীয় সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের শাসনে অনুশাসিত। তাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ঐরূপ সাম্য শিক্ষাই দেয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা ভিত্তিহীন। কারণ আমরা খৃষ্টান নই। সাময়িক উত্তেজনার বশে কিছুদিন সাম্য ভাব দেখান যায় বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টেকেনা। স্নরেনবাবুকেও বৃদ্ধকালে পৈতা বাহির করিয়া বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি। চিত্তরঞ্জনও অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবশেষে এই পৈতার উপাসনাই করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি। ব্রাহ্মদের ভিতরেও যে জাতিভেদ মাথা তুলিতেছে তাহাও দেখিতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীরও জাত্যভিমান ভুলাইয়া দিতে পারেনা। যে নিজের জাতি ভুলিতে পারেনা সে পরের জাতিও ভুলিতে পারেনা, ইহা স্বাভাবিক। ধাক্কা খাইলেই ফিরিয়া আসিয়া নিজের গণ্ডীতে উপবিষ্ট হয়। অতএব হিন্দুকে এই পথেই যাইতে হইবে; অন্য পথ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যদি উহাকে গুণ-কর্ম্মের ভিত্তির উপরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তবে উহা পুনরায় সমগ্র জগতের আদর্শ হইবে। আজ যে "ব্রাহ্মণ সম্মিলনী," "কায়স্থ কন্‌ফারেন্স," "তিলি সম্মিলনী," "কর্ম্মকার সমিতি" ইত্যাদি নানা জাতির সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সভা হইতেছে, ইহা খৃষ্টীয় সাম্যের সূচক নয়, বরঞ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার-জ্ঞাপক। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক, এবং গীতোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিণাম—"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"—এই ভগবদ্‌বাক্য সার্থক হউক। ভারতে আদর্শ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হউক। গুণ ও কর্ম্মদ্বারা বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে প্রবেশের রুদ্ধদ্বার আজ মুক্ত হউক, অনার্য্যধর্ম্মী আর্য্য ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণ করিয়া আর্য্য হউক, হিন্দুজাতি বিশ্বমানবের হিতের জন্য বাঁচিয়া থাকুক।

পরিশিষ্ট।

শ্র। গুরুদেব, আপনার অনুগ্রহে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে উপনয়ন ব্যাপার একটা তামসিক বা রাজসিক উৎসব নয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য উপবীত একটা রাজকীয় চিহ্নবিশেষের মত নয়; অথবা গর্ব্বিতা রমণীর গর্ব্বসূচক মণিমুক্তাহীরকাদিখচিত কণ্ঠভূষণসদৃশ নয়। উহা প্রকৃতই যজ্ঞসূত্র এবং পিতা পরমেশ্বরের সহিত মানবের যোগসূত্র। কিন্তু প্রভো, এমন অনেক কায়স্থ আছেন যাহারা আধ্যাত্মিকতার কোন সার্থকতাই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মন নিতান্তই জাগতিক। তাঁহারা মৃত্যু, পরকাল ও পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেন না। অর্থ ও সম্মান প্রভৃতি জাগতিক বিষয়কেই কায়মনোবাক্যে উপাসনা করেন। আপনার এ সকল যুক্তি তাঁহাদের প্রবোধজনক হইতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহারা বলিবেন যে এই অন্নসমস্যার দিনে আর ব্রাহ্মণকে কতকগুলি টাকা দিবার আবশ্যকতা কি?

গুরু। বৎস, কায়স্থের মধ্যেও যে এরূপ আপত্তিকারীর সংখ্যা অল্প হইলেও আছে, তা আমি জানি এবং ইহাও জানি যে শিক্ষিত কায়স্থজাতি আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সামাজিক সম্মানরক্ষার জন্যও উপনয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বুঝাইতেছি।

তাঁহারা যে শুধু অর্থ নয়, সম্মানেরও উপাসনা করেন তাহাত তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ। আচ্ছা, এখন দেখা যাক্ তাঁহাদের সামাজিক সম্মান কতটুকু আছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও যে তাঁহারা সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান পাইতেন তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে ক্রমশঃ চণ্ডাল পর্য্যন্ত কায়স্থের অন্ন পরিত্যাগ করিয়াছে। কৈবর্ত্ত আর কায়স্থজাতির তত্ত্ব বহন করে না। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থবাটীতে নিজে প্রস্তুত করিয়া ঘৃতপক্ক জিনিষও খাইতে রাজী নন। আমি জানি, কলিকাতাপ্রবাসী কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক স্বগ্রামে সাধারণের জলপানের জন্য টিউবওয়েল দিয়াছিলেন, তত্রত্য বুনিয়াদি ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের দান বলিয়া সে জল পান করিতে চাহেন নাই। বৎস, এরূপ সামাজিক অপমানের বিষয় অনেক আছে। সংক্ষেপানুরোধে আমি সামান্যই উল্লেখ করিলাম। তারপর, সমাজের বাহিরে কায়স্থজাতি কিরূপ লাঞ্ছিত হইতেছেন সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

কলিকাতা হাইকোর্টে ন্যূনাধিক ৫।৬টী মোকর্দ্দমায় এরূপ নি
হইয়া গিয়াছে, যাহাতে কায়স্থের সহিত তাঁতি বা ডোমের কোন পা
রক্ষা করা হয় নাই। কায়স্থের পত্নী ও উপপত্নীতে কোন বিশেষত্ব না
রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তানও বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। এক
উপনয়নের অভাবেই যে সাধারণ বিচারালয়েও কায়স্থজাতি এইর
অপমানিত হইতেছে বিচারকগণ রায়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

ঋষিকল্প পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দও উপনয়নাভাবে শূদ্র বলি
যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।*

বৎস, এই সকল অপমান ও অন্যান্য প্রকার অপমানের প্রতীকার করিতে
হইলে ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ দেওয়া ভিন্ন উপায় কি? ব্রাহ্মণ যে সমাজের কর্ত্তা
ইহা এখনও পর্য্যন্ত কায়স্থজাতি অস্বীকার করিতে পারেন নাই
সম্মানের জন্য অর্থব্যয় করিয়া সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজা, রায় বাহাদুর, রা
সাহেব, প্রভৃতি উপাধি লইতে পারেন, আর শাস্ত্রীয় বেদাধিকার ও সামাজিক
সম্মান লাভ করিবার জন্য জীবনে একবার মাত্র যৎসামান্য অর্থ ব্যয়
করিতে দাতাশ্রেষ্ঠ কায়স্থজাতি কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।
তারপর অন্নসমস্যার কথা যাহা বলিতেছ তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট
হইবে যে পুত্রকন্যার বিবাহে, দৈব ও পিতৃকার্য্যে সহস্র সহস্র মুদ্রা
খরচ হইতেছে তখন অন্নসমস্যার কথা উঠে না, তবে এই অবশ্যকর্ত্তব্য
উপনয়নের সময়েই বা তাহা কেন উঠিবে? তবে তুমি বলিবে যে
জাতি, ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সমস্ত কার্য্য আবশ্যক
হইয়া পড়ে। আমি বলিতেছি, উপনয়নও সেইজন্য আবশ্যক হইয়া
পড়িয়াছে। উপসংহারে আর একটা কথা বলিলেও নিতান্ত অভদ্রতা
হইবে না যে শুধু বিলাসিতা ও নেশার দ্রব্যে যে টাকাটা বাজে খরচ
হয় তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগেই উপনয়নসংস্কার হইতে পারে।
গরীব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অনুপনীত থাকে না।

---

* পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "কায়স্থতত্ত্ব-কৌমুদী" নামক পুস্তকে উপরোক্ত সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কায়স্থ-পরিষৎ।

কায়স্থজাতির মধ্যে উপনয়নসংস্কারাদি ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্তনের জন্য প্রচারকার্য্য পরিচালন করিবার উদ্দেশ্যে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা" প্রমুখ কয়েকটী সভা এবং অনেকগুলি শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বহুবর্ষ ধরিয়া সাধ্যমত প্রচার কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু এখনও অনেক জেলায় এমন বহু নগর ও গ্রাম আছে, যেখানে অদ্যাপিও প্রচার হয় নাই। সেই সকল স্থানে সম্যক্‌রূপে প্রচার কার্য্য পরিচালনের জন্য কায়স্থ-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রচার বিবরণীগুলি কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রচার কার্য্য পরিচালন ব্যতীত, কায়স্থজাতি সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত করাও এই পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কায়স্থজনসাধারণের সুবিধার জন্য যথাসম্ভব অল্পমূল্যে এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা,
সম্পাদক, কায়স্থ-পরিষৎ,
২৯ নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা।